দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... OCT. 0 4 1999 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

...লয়ের নির্দেশ হেয়ালী না বাস্তব ঃ ...কটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা

...সভ্য দেশে যে কোন আইন, বিধি-প্রবিধি বা ...শ জারি করা হয় জনকল্যাণের উদ্দেশে। ...এমন কোন বিধি-প্রবিধি জারি করা- এ যুগে ...ন হয়। কিন্তু বাংলাদেশ এক্ষেত্রে একটু ...রগামী বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রণালয়। বিভিন্ন ...য়র জারিকৃত অনেক নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঐসব নির্দেশ বিদ্যমান সমস্যার সমাধান না করে বরং সমস্যাকে আরো প্রকট করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এরই মাঝে শিক্ষামন্ত্রণালয় গত ৬ জুলাই '৯৯ (জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর মোতাবেক) একটি নির্দেশ জারি করেছে। নির্দেশের ৬ নং ধারায় দেশের সকল সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষককে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশটি দেশব্যাপী ব্যাপক অসন্তোষ ও মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। দৃশ্যত সরকারী অফিস সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য জারি করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় কিন্তু জারি করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত ছিল। যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস এক নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শুধু শিক্ষক জড়িত নয়— এর সাথে জড়িত রয়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহল। শিক্ষার্থীরাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল। শুধু সকাল-সন্ধ্যা ক্লাস নিলেই চলবে না। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন Recreation ও বাড়ীর কাজ করার জন্য যথেষ্ট সময়। এছাড়াও খাওয়া-দাওয়া, আরাম-আয়েশ ও এবাদত-বন্দেগীর জন্য রয়েছে সময়ের প্রয়োজন। অন্যথায় সারাদিনের ক্লাস করার ফল হবে শূন্য। মনে রাখতে হবে, লেখাপড়া করা বা করানো কোনটাই অফিসের কেরানীগিরির মতো কাজ নয় যে, প্রতিদিন আট ঘন্টার সময়সূচী বিরাট সুফল বয়ে আনবে। এখানে রয়েছে BRIAIN-এ CATCHING CAPACITY-এর বিষয়টি। পূর্বে এ রকম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না বলে অনেক অসুবিধা শিক্ষার্থীরা ভোগ করতো। এর প্রতি খেয়াল ... দার্শনিক ইবনে খালদুন সর্ব প্রথম একটি লেকচারের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেন। তিনি বলেন, একটি লেকচার ৪৫ মিঃ থেকে ৬০ মিঃ বা সর্বোচ্চ ৯০ মিঃ স্থায়ী হতে পারে। এর বেশী হল (এক দিনে) নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর CATCHING POWER নষ্ট হয়ে যায়। ইবনে খালদুনের উদ্ভাবিত নিয়মটি আজকে সারা বিশ্বে সমাদৃত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে সপ্তাহে বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় ১২-২৪টি ক্লাস নেয়া বা ১২-২৪ Credit Hour Complete করার প্রচলন আছে। অথচ আমাদের দেশে স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে সপ্তাহে ৪২-৪৮টি এবং কলেজ পর্যায়ে ৩০-৩৫টি ক্লাস নেয়া হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কলেজ শিক্ষার প্রকৃতি স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে ভিন্নতর। কলেজ পর্যায়ে শ্রেণীকক্ষে লেকচার দেয়া অফিসে বসে কাজ করার চেয়ে শতগুণ কষ্টকর। এজন্য প্রতিটি শিক্ষকের শারীরিক ও মানসিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি যা একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর আদৌ দরকার হয় না। উদাহরণস্বরূপ একজন কলেজ শিক্ষকের দিনে ২টি লেকচারের জন্য কমপক্ষে ৫/৬ ঘন্টা বই-পুস্তকের সাথে থাকতে হয়। অধিকন্তু দেশের রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় অনেক স্কুল-কলেজ দুই শিফটে চলে। সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক শিফট ও ১২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আর এক শিফট। দুই শিফট চালু থাকার কারণে দ্বিগুণ শিক্ষার্থী লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং এরই সাথে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষিত লোকও চাকুরী পাচ্ছেন। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হলে স্কুল-কলেজগুলোকে এক শিফটে নিয়ে আসতে হবে যার ফলে বহু ছেলে-মেয়ে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে এবং বহু শিক্ষকও চাকুরী হারাবেন। ওদিকে মারাত্মক সমস্যা হবে মফস্বল ও গ্রাম অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। সাধারণ গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে স্কুল-কলেজে আসতে হয়। শীতকালে ৫টার পরপরই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দিক থেকে অসুবিধায় পড়তে হবে। এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নির্দেশটি মানতে গেলে সুফলের চেয়ে কুফল বেশী হবে এবং সামগ্রিক বিচারে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। এয়ারকন্ডিশন গাড়ী, বাড়ী ও অফিসে বসে অনেক তুঘলকি নির্দেশ জারি করা সহজ কিন্তু বাস্তবতা খুবই কঠিন। পরিশেষে বলা যেতে প্যারে যে, শিক্ষার মান বাড়াতে হলে সম্মিলিতভাবে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাস ও রাজনীতি মুক্ত করতে হবে। গাইড বুক ও কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে হবে। গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক সরবরাহ ও পড়াশুনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া যে বিষয়টি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে, সার্বজনীন নীতি অনুযায়ী ২৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই নীতি মানা হচ্ছে না। যেখানে শিক্ষক দরকার ৫ জন, আছে ২ জন আবার যেখানে দরকার ৩ জন, আছে ১ জন। অপ্রতুল শিক্ষকের উপর দিনে দিনে বোঝার অংশ বাড়ছে। স্বল্প সংখ্যক শিক্ষকের উপর (কলেজ পর্যায়) চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে অনার্স ও মাস্টার্স-এর নতুন নতুন বিষয়। যার কারণে শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করতে পারছেন না। ফলে শিক্ষার্থীরাও জ্ঞান ও তথ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পরিণামে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পঙ্গু হতে চলেছে। তাই দেশের শিক্ষিত ও সচেতন মহল মনে করে, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আলোচ্য নির্দেশটি সকল দিক থেকে বাস্তবতার পরিপন্থী এবং এমন একটি পরিস্থিতি কোন যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং অবিলম্বে নির্দেশটি প্রত্যাহার করা উচিত।

—গাজী ওমর ফারুক সহকারী অধ্যাপক, আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।